মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য কি?

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে দেশে দেশে দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগ, নিরক্ষরতা, পরিবেশের অবক্ষয় এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বৈশ্বিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর জন্য বিশ্বের নেতারা সময়ানুগ ও পরিমাপযোগ্য কতিপয় লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেন। এইসব সম্মিলিত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা আজ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য নামে পরিচিতি অর্জন করেছে এবং জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশে তা গৃহীত হয়েছে। শীর্ষ বৈঠকের শেষে 'সহস্রাব্দ ঘোষণায়' সে সকল লক্ষ্য অর্জনে করণীয় বিষয় গুলি তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৫ সালের ভেতর চরম দারিদ্র অর্ধেকে হ্রাস এবং এইচ আই ভি/এইডস এর প্রসার রোধ এসকল লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত। এই ঘোষণায় মানবাধিকার, সুশাসন ও গণতন্ত্রায়ন, বিরোধ প্রতিরোধ এবং শান্তি স্হাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রনীত হয় মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে। মন্টেরে শীর্ষ বৈঠকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন'। এই সম্মেলনে ধনী দেশগুলি অঙ্গীকার করে যে, যেসব উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশ প্রয়োজনীয় কিন্তু কষ্টকর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করবে, তারা সেসব দরিদ্র দেশের উপর থেকে বাণিজ্য বাধা দূর করবে, অধিকতর সাহায্য দেবে এবং তাদের ঋণভার অর্থপূর্ণ ভাবে লাঘব করবে। এই বিশ্বব্যাপী ধারণা জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ২০০২ সালের বৈশ্বিক টেঁকসই উন্নয়ন শীর্ষ বৈঠকে পুনরায় ব্যক্ত হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মিলেনিয়াম লক্ষ্যমাত্রাকে ঘিরে সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্হা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এসেছেন এবং একটি অভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী প্রনয়ণের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। আফ্রিকা ও এশিয়ার সরকারী নেতারা এসকল লক্ষ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করেছেন। অন্যদিকে, অর্থমন্ত্রীরা এ লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার সাহায্যে উন্নয়নের ধারায় অগ্রাধিকার কি হবে তা ঠিক করতে চাইছেন। কিছু কিছু এলাকায়, যেমন আফ্রিকায়, অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নে মিলেনিয়াম লক্ষ্যকে সমন্বিত করার চেষ্টা চলছে।